সংবাদ

তারিখ 7 JUN 2012
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

সরকারি বিজ্ঞান কলেজ ও মাইলস্টোন কলেজের বিরুদ্ধে

এইচএসসির ব্যবহারিক পরীক্ষায় সাড়ে ৯০০ পরীক্ষার্থীকে টাকার বিনিময়ে নম্বর দেয়ার অভিযোগ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

এইচএসসির ব্যবহারিক পরীক্ষায় প্রায় সাড়ে ৯০০ পরীক্ষার্থীকে টাকার বিনিময়ে নম্বর দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে রাজধানীর সরকারি বিজ্ঞান কলেজ ও মাইলস্টোন কলেজের বিরুদ্ধে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পক্ষ থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষসহ কয়েক শিক্ষকের বিরুদ্ধে পরীক্ষার্থী প্রতি ৩০০ টাকা করে নেয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। এ ঘটনা খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিবের কাছেও অভিযোগ করেছেন পরীক্ষার্থীরা।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন গতকাল সাংবাদিকদের বলেছেন, টাকার বিনিময়ে পাবলিক পরীক্ষায় নম্বর দেয়ার ঘটনা কোনক্রমেই মেনে নেয়া হবে না। যারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তাতে অভিযুক্ত শিক্ষকদের কেবল বদলি করলেই পুরোপুরি শাস্তি হয় না। তিনি জানান, কেলেঙ্কারির জন্য গত বছরও মাইলস্টোন কলেজের কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছিল। প্রয়োজনে এবারও একই শাস্তি হবে। গতকাল ফার্মগেটে অবস্থিত নম্বর : পৃষ্ঠা : ২ক

নম্বর : দেয়ার

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সরকারি বিজ্ঞান কলেজ ও উত্তরায় অবস্থিত মাইলস্টোন কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেছেন, ব্যবহারিক পরীক্ষায় টাকার বিনিময়ে নম্বর দেয়া হচ্ছে। তারা দুই কলেজের অভিযুক্ত শিক্ষকদের নামসহ লিখিত অভিযোগপত্র জমা দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে।

জানা গেছে, বিজ্ঞান কলেজে গত বছরের মতো এবারও পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল মাইলস্টোন কলেজের পরীক্ষার্থীদের। এতে আগেই মাইলস্টোন কলেজ কর্তৃপক্ষ সব বিষয়ে পূর্ণ নম্বর পাইয়ে দিতে বিজ্ঞান কলেজ কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে বিজ্ঞান বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক ও বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে গোপন চুক্তি করে। পূর্ণ নম্বরের বিনিময়ে দেয়া হবে মোটা অঙ্কের অর্থ। এর একটি বড় অংশ শিক্ষার্থীপ্রতি ৩০০ টাকা করে আদায় করে যোগান দেয়া হয়। টাকা সংগ্রহ এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মাইলস্টোনের হয়ে মনিটরিং করেছেন ওই কলেজেরই শিক্ষক মাহমুদুল হক ও মো. শাফায়েত।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন, পরীক্ষার সময়ে কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়ে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা তুলেছেন বিজ্ঞান কলেজের পদার্থ ও রসায়ন বিভাগের প্রধান। এছাড়াও বিজ্ঞান কলেজ কর্তৃপক্ষকে মোটা অঙ্কের অর্থ ঘুষ দেয়ার কথা বলে মাইলস্টোন কলেজ কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ করেছে। কিন্তু টাকা দিতে রাজি না হলে মাইলস্টোন কলেজ ও বিজ্ঞান কলেজের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেয়ার ভয় দেখায়।

সরকারি বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক নূরজাহান বেগম সাংবাদিকদের বলেছেন, যা হয়েছে এখন তা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে। তিনি দাবি করেছেন, বিজ্ঞান কলেজে টাকা দিয়ে নম্বর দেয়ার মতো ঘটনা ঘটানোর কোন সুযোগ নেই।